জঙ্গী মৌলবাদীদের লিফলেট

আল কোরান অনুসারে ঢাবির পাঠ্যসূচী প্রণয়নের দাবি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ দেশে ধর্মান্ধ জঙ্গী মৌলবাদীদের ঔদ্ধত্য ক্রমাগত সকল সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এবার তারা 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীবৃন্দ' সংগঠনের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীকে 'অন্ধ অনুকরণের মূলনীতি' অভিহিত করেছে। একই সঙ্গে এই সংগঠন আল কোরান অনুসন্ধান করে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রম পরিচালনা এবং পাঠ্যসূচী নতুন করে প্রণয়নের দাবিতে ১৯ জুলাই সকাল ১১টায় ডাকসু কাফেটারিয়ার আঙ্গিনায় সমাবেশ ও অঙ্গীকার প্রদান সভার আহ্বান করেছে। পত্রিকা অফিসগুলোতে পাঠানো 'অন্তরের সন্ধানে' শিরোনামের এক চিঠিতে এ কথা বলা হয়েছে। বহুত্ববাদের সংস্কৃতিধারী বাঙালী মননের ওপর এবার নেমে আসছে খ, চিঠিতে সেই টার্গেট নির্ধারণ করে বলা হয়েছে– ভিন্ন বিশ্বাস, ভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন সভ্যতা, ভিন্ন সামাজিক অবকাঠামো হতে উদ্ভূত তত্ত্ব এবং তথ্যের ওপর নির্ভর করে অন্ধ অনুকরণের মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠিত বর্তমান এই পাঠ্যসূচী মেধা বিকৃতকারী, বুদ্ধিভিত্তিক দাস সৃষ্টিকারী, স্থানীয় সমাজ, মানুষ ও তাদের বিশ্বাস, সংস্কৃতি, সামাজিক অবকাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিহীন ও অপ্রয়োগযোগ্য ফলাফল 'বধিরের কথোপকথন'। অন্যকে অন্ধ অনুকরণের পরিণাম শুধু স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের বিনাশই নয়, অন্যের কাছেও নিজেকে মূল্যহীন করে তোলা। সুতরাং অন্ধ অনুকরণের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত বর্তমান পাঠ্যসূচী পরিবর্তন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত প্রতিটি বিভাগ সমগ্র আল কোরান অনুসন্ধান করে উক্ত বিষয়ে আল কোরানের 'সিদ্ধান্ত'সমূহ খুঁজে বের করবে। অতঃপর ঐ বিভাগ তার নিজস্ব পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় উক্ত সিদ্ধান্তসমূহকে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করে প্রথমত স্থানীয় মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র, অতঃপর বিশ্ব ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এগুলোর স্বতঃসিদ্ধতা, প্রয়োগের সম্ভাবনা, ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা খুঁজবে। এই মূলনীতিকে ভিত্তি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী নতুন করে প্রণয়ন করার দাবিতে তারা ১৯ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সমাবেশ কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগে বিশ্বে মানুষের উৎপত্তির ইতিহাস, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষের অবস্থান ও মর্যাদা, মানুষের অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রথমবর্ষে তুলনামূলক ধর্মতাত্ত্বিক পাঠ চালু বাধ্যতামূলক করতে হবে। চিঠির সমাপনী বক্তব্যে বলা হয়েছে, ১৯ জুলাইয়ের সমাবেশে উপস্থিত, অনুপস্থিত কিংবা এর বিরুদ্ধে অবস্থানপূর্বক নিজের আধ্যাত্ম ব্যক্তিসত্তার প্রকৃত পরিচয় উন্মোচন ও চিহ্নিত করার সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণের আহ্বান জানানো যাচ্ছে।